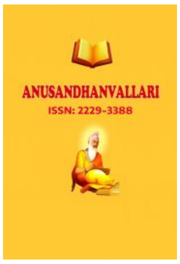

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
June 2024
ISSN 2229-3388

মণিপুরী নৃত্যের চলন ও তালবদ্ধতায় লাবান নোটেশন: একটি গুণগত অধ্যয়ন

Meheli Sain[1], Konjengbam Sunita Devi[2]

[1]Research Scholar, Department of Rabindra Sangit Dance and Drama, Sangit Bhavana, Visva-Bharati University, Santiniketan, India, Email Id: meheli.sweta9@gmail.com, Orcid Id: https://orcid.org/0009-0000-1476-7876

[2]Professor, Department of Rabindra Sangit Dance and Drama, Sangit Bhavana, Visva-Bharati University, Santiniketan, India, Email Id: sunita.devi@visva-bharati.ac.in, Orcid Id: https://orcid.org/0009-0003-7160-2543

সারসংক্ষেপ

মণিপুরী নৃত্য ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান অধিকার করে আছে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার কোমল, প্রবাহমান এবং আধ্যাত্মিক ভাবনির্ভর চলন। এই নৃত্যরীতিতে দেহচালনা, তাল ও আবেগের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, যা মূলত মৌখিক শিক্ষা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আধুনিক নৃত্যগবেষণায় নৃত্যের চলন ও তালবদ্ধতাকে লিখিত ও বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে লাবান নোটেশন সিস্টেম একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নৃত্যলিপি পদ্ধতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান গবেষণাটি একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে মণিপুরী নৃত্যের চলন ও তালবদ্ধতায় লাবান নোটেশনের প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা এবং ব্যবহারিক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। গবেষণায় নৃত্যপর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার এবং সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলাফল নির্দেশ করে যে লাবান নোটেশন মণিপুরী নৃত্যের চলন ও তালগত কাঠামো সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে।

ভূমিকা

নৃত্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক প্রকাশরূপ হিসেবে সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনচর্চার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। দেহভঙ্গি, ছন্দ, গতি ও আবেগের সমন্বয়ের মাধ্যমে নৃত্য মানুষের অন্তর্লোকের ভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান রূপ প্রদান করে। আদিম সমাজে নৃত্য ছিল ধর্মীয় আচার, সামাজিক উৎসব ও সামষ্টিক আবেগ প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য একটি পরিশীলিত শিল্পরূপে বিকশিত হয়েছে, যেখানে নান্দনিকতা, শারীরিক দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ একত্রে প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃত্য কেবল বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ধর্মীয় অনুশীলন, আধ্যাত্মিক সাধনা ও সামাজিক পরিচয়ের এক শক্তিশালী বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মন্দির, রাজদরবার ও লোকজ উৎসব, সব ক্ষেত্রেই নৃত্য মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে কাজ করেছে (Devi, n.d.)।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাগুলোর মধ্যে মণিপুরী নৃত্য তার স্বতন্ত্র শৈলী ও কোমল দেহভাষার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এই নৃত্যে আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মূলত বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। মণিপুরী নৃত্যের চলন সাধারণত মসৃণ, ধারাবাহিক ও বৃত্তাকার প্রকৃতির, যেখানে তীক্ষ্ণ বা আকস্মিক দেহভঙ্গির পরিবর্তে ধীর, নিয়ন্ত্রিত ও প্রবাহমান গতি প্রাধান্য পায়। নৃত্যশিল্পীর দেহচালনা সংগীতের তাল ও লয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে

সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, ফলে নৃত্য ও সংগীতের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হয়। তাল এখানে একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা দেহের প্রতিটি চলনকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে (Sana, 2020)।

তবে মণিপুরী নৃত্যের এই সূক্ষ্ম চলন ও তালগত বিন্যাস প্রধানত মৌখিক শিক্ষা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে সংরক্ষিত হওয়ায় এর লিখিত নথিভুক্তিকরণ তুলনামূলকভাবে সীমিত। আধুনিক নৃত্যগবেষণায় নৃত্যকে কেবল পরিবেশনাভিত্তিক শিল্প হিসেবে নয়, বরং একটি বিশ্লেষণযোগ্য শারীরিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নৃত্যলিপি বা নোটেশন সিস্টেমের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাবান নোটেশন এমনই একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যা নৃত্যের চলন, দিক, সময় ও শক্তিকে প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম। বর্তমান গবেষণায় মণিপুরী নৃত্যের চলন ও তালবদ্ধতার ক্ষেত্রে এই নোটেশন পদ্ধতির প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, যা নৃত্য সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে (Disanayaka, 2024)।

মণিপুরী নৃত্যের চলনের প্রকৃতি

মণিপুরী নৃত্যের চলনের প্রকৃতি তার স্বতন্ত্র কোমলতা, সুষম প্রবাহ এবং আধ্যাত্মিক সংযমের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এই নৃত্যরীতিতে দেহচালনার প্রতিটি দিক অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও সংবেদনশীলভাবে সম্পাদিত হয়, যা নৃত্যশিল্পীর অন্তর্গত ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। মণিপুরী নৃত্যে দেহ সাধারণত সামান্য নিচু বা অবনত অবস্থানে থাকে, ফলে দেহভঙ্গিতে একটি বিনয়ী ও শান্ত আবহ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থান নৃত্যকে মাটির সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক সংযোগ প্রদান করে, যা মণিপুরী নৃত্যের আধ্যাত্মিক চরিত্রকে আরও দৃঢ় করে তোলে। চলনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্তাকার পথে সম্পন্ন হয়, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি ও চক্রাকার ধারার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয় (Sana, 2020)।

পায়ের পদচালনা মণিপুরী নৃত্যের চলনের একটি মৌলিক উপাদান। এখানে পদক্ষেপগুলো মৃদু, ধীর ও নিয়ন্ত্রিত, যেখানে পায়ের আঘাত কখনোই তীব্র বা আকস্মিক হয় না। নৃত্যশিল্পীর পা প্রায় সবসময় মাটির সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ বজায় রাখে, ফলে চলনের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। এই পদচালনা নৃত্যের তালগত কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং প্রতিটি পদক্ষেপ নির্দিষ্ট মাত্রা ও লয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এর ফলে দেহচালনা ও সংগীতের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য সৃষ্টি হয়, যা মণিপুরী নৃত্যের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে (Joshi & Chakrabarty, 2021)।

হাতের চলন মণিপুরী নৃত্যে আবেগ ও ভাব প্রকাশের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। হাতের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণতা বা আকস্মিকতা অনুপস্থিত; বরং কবজি ও আঙুলের সূক্ষ্ম ও নমনীয় গতির মাধ্যমে আবেগের গভীরতা প্রকাশিত হয়। প্রতিটি হাতের ভঙ্গি একটি ধারাবাহিক প্রবাহের অংশ, যা ধীরে ধীরে এক ভঙ্গি থেকে অন্য ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়। এই সূক্ষ্ম হাতের চলন দেহের কেন্দ্র বা কোর অংশের স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। দেহের কেন্দ্র স্থির থাকায় হাত ও বাহুর চলন আরও সুষম ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে, যা নৃত্যের সামগ্রিক সৌন্দর্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। মণিপুরী নৃত্যের এই প্রবাহমান ও বৃত্তাকার চলন হঠাৎ পরিবর্তনের পরিবর্তে ধীরে ধীরে রূপান্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা নৃত্যের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। এই ধরনের চলন লাবান নোটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে দিক, উচ্চতা ও গতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা সম্ভব। লাবান নোটেশনের প্রতীকী কাঠামো ব্যবহার করে দেহের প্রতিটি অংশের চলন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, ফলে মণিপুরী নৃত্যের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও চলনগত যুক্তি গভীরভাবে অনুধাবন করা সহজ হয় (Mallick et al., 2021)।

মণিপুরী নৃত্যে দেহ–স্থান সম্পর্ক ও স্থানিক নান্দনিকতা

মণিপুরী নৃত্যে দেহ–স্থান সম্পর্ক ও স্থানিক নান্দনিকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র দিক, যা এই নৃত্যরীতির সামগ্রিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক আবহ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মণিপুরী নৃত্যে দেহ কেবল একটি চলনশীল মাধ্যম নয়, বরং তা স্থানকে অনুভব ও রূপায়িত করার একটি সচেতন উপাদান হিসেবে কাজ করে।

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
June 2024
ISSN 2229-3388

নৃত্যশিল্পীর দেহ ও তার পারিপার্শ্বিক স্থান পরস্পরের সঙ্গে এক নিবিড় ও গতিশীল সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, যেখানে প্রতিটি চলন নির্দিষ্ট স্থানিক অভিমুখ ও নান্দনিক যুক্তির অনুসরণে সম্পন্ন হয়। এই নৃত্যরীতিতে স্থান ব্যবহারের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো বৃত্তাকার গতিপথ। মণিপুরী নৃত্যের অধিকাংশ চলন বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তাকার পথে সম্পন্ন হয়, যা প্রকৃতির চক্রাকার গতি ও বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বৃত্তাকার চলন দেহ ও স্থানের মধ্যে একটি ধারাবাহিক প্রবাহ সৃষ্টি করে, যেখানে কোনো আকস্মিক দিক পরিবর্তন বা তীক্ষ্ণ স্থানিক বিভাজন দেখা যায় না। ফলে নৃত্যের সামগ্রিক গতি একটি মসৃণ ও সুষম কাঠামো লাভ করে, যা দর্শকের দৃষ্টিতে প্রশান্ত ও ধ্যানমূলক অনুভূতি সৃষ্টি করে (Joshi & Chakrabarty, 2021)।

মণিপুরী নৃত্যে দিকনির্দেশের ব্যবহারও অত্যন্ত সংযত ও সুশৃঙ্খল। সামনের, পাশের ও পশ্চাৎ দিকের চলন সাধারণত ধীরে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হয়, যেখানে দেহের ভারসাম্য ও সৌম্যতা বজায় রাখা হয়। মঞ্চের কেন্দ্রীয় স্থান প্রায়ই নৃত্যশিল্পীর চলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, এবং দেহ সেই কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এই কেন্দ্রমুখী স্থানচেতনা নৃত্যকে একটি অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রদান করে এবং নৃত্যশিল্পীর দেহকে স্থানের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। হের উচ্চতা ও নিম্নতার ব্যবহারে মণিপুরী নৃত্যে বিশেষ সংযম লক্ষ্য করা যায়। দেহ সাধারণত সামান্য নিচু অবস্থানে থাকে এবং উল্লম্ব চলন খুব সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হয়। এই নিম্নমুখী দেহভঙ্গি নৃত্যের বিনয়ী ও আধ্যাত্মিক চরিত্রকে প্রকাশ করে এবং মাটির সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক সংযোগ স্থাপন করে। স্থানিক নান্দনিকতার এই দিকটি মণিপুরী নৃত্যকে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা থেকে পৃথক করে তোলে (Sana, 2020)।

মণিপুরী নৃত্যে দেহ–স্থান সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফাঁকা স্থান বা নেগেটিভ স্পেসের সচেতন ব্যবহার। নৃত্যশিল্পীর দেহভঙ্গি ও চলনের মাধ্যমে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়, তা নৃত্যের নান্দনিকতাকে আরও গভীর করে তোলে। এই শূন্যস্থান দেহচালনার সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করে এবং চলনের প্রতিটি রূপান্তরকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। বান নোটেশনের স্থানিক বিশ্লেষণ কাঠামোর মাধ্যমে মণিপুরী নৃত্যের এই দেহ–স্থান সম্পর্ক ও স্থানিক নান্দনিকতা সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। দেহের দিকনির্দেশ, গতিপথ ও স্থানিক অবস্থান প্রতীকী ভাষায় লিপিবদ্ধ করে নৃত্যের কাঠামোগত যুক্তি অনুধাবন করা যায়। ফলে মণিপুরী নৃত্যে দেহ ও স্থানের এই সুষম সম্পর্ক একটি সুসংবদ্ধ নৃত্যভাষা হিসেবে প্রতিভাত হয়, যা নৃত্যটির সৌন্দর্য ও গভীরতাকে বহুমাত্রিক করে তোলে (Mallick et al., 2021)।

মণিপুরী নৃত্যের তালবদ্ধতা ও ছন্দ

মণিপুরী নৃত্যের তালবদ্ধতা ও ছন্দ এই নৃত্যরীতির প্রাণস্বরূপ, যা দেহচালনা ও সংগীতের মধ্যে এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্থাপন করে। মণিপুরী নৃত্যে তাল কেবল একটি সংগীতগত কাঠামো নয়, বরং এটি নৃত্যশিল্পীর দেহচালনাকে নিয়ন্ত্রণকারী একটি অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে কাজ করে। নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গি, পদক্ষেপ ও দেহগত রূপান্তর নির্দিষ্ট তাল ও লয়ের ওপর নির্ভরশীল, ফলে নৃত্য ও সংগীতের মধ্যে একটি স্বাভাবিক ও সুষম সামঞ্জস্য বজায় থাকে। এই তালবদ্ধ কাঠামো মণিপুরী নৃত্যকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অথচ প্রবাহমান শিল্পরূপে পরিণত করেছে। মণিপুরী নৃত্যের সংগীতায়নে পুং একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুং-এর গভীর ও অনুরণিত ধ্বনি নৃত্যের তালগত ভিত্তি তৈরি করে, যার সঙ্গে করতাল ও কণ্ঠসঙ্গীত যুক্ত হয়ে একটি সমন্বিত ছন্দগত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর সম্মিলিত ব্যবহারে যে তাল সৃষ্টি হয় তা সাধারণত কোমল ও ধীরগতির হলেও এর অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম ও জটিল ছন্দগত বিন্যাস বিদ্যমান থাকে। এই জটিলতা নৃত্যশিল্পীর কাছ থেকে গভীর তালজ্ঞান ও সংবেদনশীলতা দাবি করে, কারণ প্রতিটি চলনকে সঠিক মাত্রা ও লয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে হয় (Disanayaka, 2024)।

নৃত্যশিল্পীর দেহচালনা তাল অনুসরণ করে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়, যেখানে হঠাৎ বা আকস্মিক পরিবর্তনের পরিবর্তে মসৃণ ও ধারাবাহিক গতি প্রাধান্য পায়। প্রতিটি পদক্ষেপ নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সংগীতের লয়ের সঙ্গে একত্রে এগিয়ে চলে। এই তালবদ্ধতা নৃত্যের দেহভাষাকে একটি ছন্দময় কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে, যা নৃত্যের নান্দনিক সৌন্দর্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। মণিপুরী নৃত্যে তাল ও চলনের এই সুষম সম্পর্ক নৃত্যশিল্পীর দেহে একটি ধ্যানমূলক ও সংযত ভঙ্গি সৃষ্টি করে, যা দর্শকের মধ্যেও এক ধরনের শান্ত ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগ্রত করে (Tandon, n.d.)। মণিপুরী নৃত্যের তালবদ্ধতা এর ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে

সম্পৃক্ত। বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে গঠিত এই নৃত্যে তাল শুধুমাত্র শারীরিক চলন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম নয়, বরং তা ভক্তি ও আত্মনিবেদনের অনুভূতিকে প্রকাশ করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ধীর লয় ও সুষম ছন্দ নৃত্যকে একটি প্রার্থনামূলক রূপ প্রদান করে, যেখানে দেহচালনা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাল মণিপুরী নৃত্যে কেবল সংগীতগত উপাদান নয়, বরং আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির একটি মাধ্যম (Pai, 2020)।

এই জটিল ও সূক্ষ্ম তালগত বিন্যাসকে বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লাবান নোটেশন একটি কার্যকর সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। লাবান নোটেশনের সময়গত প্রতীক ও কাঠামো ব্যবহার করে নৃত্যের তাল, মাত্রা ও লয়ের বিন্যাস লিখিতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে প্রতিটি চলনের সময়কাল, গতি ও ছন্দগত অবস্থান স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, যা নৃত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে। ফলে মণিপুরী নৃত্যের তালবদ্ধতা ও ছন্দকে আরও গভীরভাবে বোঝা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় (Disanayaka, 2024)।

লাবান নোটেশন সিস্টেমের তাত্ত্বিক ভিত্তি

লাবান নোটেশন সিস্টেমের তাত্ত্বিক ভিত্তি নৃত্যকে একটি সংগঠিত ও বিশ্লেষণযোগ্য শারীরিক ভাষা হিসেবে অনুধাবনের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নৃত্যলিপি পদ্ধতিটি প্রখ্যাত নৃত্যতাত্ত্বিক ও আন্দোলন বিশ্লেষক রুডলফ লাবান কর্তৃক প্রণীত, যিনি দেহচালনাকে কেবল নান্দনিক অভিব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং একটি সুসংবদ্ধ কাঠামোর মাধ্যমে বোঝার প্রয়াস নিয়েছিলেন। লাবানের দৃষ্টিভঙ্গিতে নৃত্যের প্রতিটি চলন একটি নির্দিষ্ট স্থানিক অবস্থান, সময়গত বিস্তার, শক্তির ব্যবহার এবং প্রবাহমানতার বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে নৃত্যের সামগ্রিক গঠন ও অর্থ প্রকাশিত হয়। লাবান নোটেশনে দেহকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের চলন পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। দেহের দিকনির্দেশ, উচ্চতা, গতির মাত্রা এবং চলনের সময়কাল প্রতীকী চিহ্নের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সাজানো থাকে (Chaki-Sircar & Sircar, 2019)। এই প্রতীকী ভাষা নৃত্যের চলনকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে, ফলে একটি নৃত্যরচনা ভবিষ্যতে পুনর্গঠন বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে নৃত্যের ক্ষণস্থায়ী রূপকে স্থায়ী নথিতে রূপান্তরিত করা যায়। লাবান নোটেশন নৃত্যকে একটি কাঠামোগত ভাষা প্রদান করে, যা নৃত্যের চলনকে বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণযোগ্য করে তোলে। এই পদ্ধতি নৃত্যশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের চলন বোঝা ও অনুশীলনে সহায়তা করে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে নৃত্যের তুলনামূলক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। ফলত, লাবান নোটেশন আধুনিক নৃত্যগবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয় (Mukherjee, 2019)।

মণিপুরী নৃত্যে লাবান নোটেশনের প্রয়োগ

মণিপুরী নৃত্যে লাবান নোটেশনের প্রয়োগ নৃত্যটির চলন ও তালগত কাঠামোকে একটি বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণযোগ্য রূপে উপস্থাপনের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে মণিপুরী নৃত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেমন গোলাকার চলন, ধীর ও নিয়ন্ত্রিত গতি এবং সূক্ষ্ম তালগত বিন্যাস, লাবান নোটেশনের কাঠামোর সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নৃত্যরীতিতে দেহচালনা সাধারণত ধারাবাহিক ও প্রবাহমান হওয়ায় লাবান নোটেশনের স্থানিক ও সময়গত প্রতীক ব্যবহার করে এই চলনগুলো যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়। এর ফলে মণিপুরী নৃত্যের চলনকে কেবল দৃশ্যমান শিল্পরূপ হিসেবে নয়, বরং একটি কাঠামোগত ভাষা হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় (Chaki-Sircar & Sircar, 2019)।

বিশেষত মণিপুরী নৃত্যের পদচালনা লাবান নোটেশনের মাধ্যমে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদচালনার ধীর গতি, মৃদু আঘাত এবং মাটির সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ নোটেশনের দিক, উচ্চতা ও সময়গত চিহ্নের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে প্রতিটি পদক্ষেপের অবস্থান, দিকনির্দেশ এবং সময়কাল নির্দিষ্টভাবে

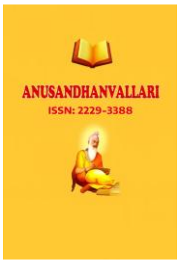

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
June 2024
ISSN 2229-3388

লিপিবদ্ধ করা যায়, যা নৃত্যের তালগত কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। একইভাবে দেহের কেন্দ্র বা কোর অংশের স্থিতি মণিপুরী নৃত্যের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা দেহচালনার ভারসাম্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। লাবান নোটেশনের মাধ্যমে দেহের এই কেন্দ্রীয় স্থিতি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চলনগুলো বিশ্লেষণ করা সম্ভব, যা নৃত্যের কাঠামোগত যুক্তি অনুধাবনে সহায়তা করে (Mukherjee, 2019)।

হাতের প্রবাহমান চলন মণিপুরী নৃত্যের আবেগ ও ভাব প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কবজি ও আঙুলের সূক্ষ্ম ভঙ্গি এবং ধারাবাহিক গতি লাবান নোটেশনের মাধ্যমে দিক ও প্রবাহের প্রতীক ব্যবহার করে নথিভুক্ত করা যায়। এর ফলে হাতের চলনের ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হয়। যদিও এই নোটেশন পদ্ধতি চলনের কাঠামোগত দিক তুলে ধরতে সক্ষম, তবুও মণিপুরী নৃত্যের অন্তর্নিহিত আবেগ, ভক্তিমূলক অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রতীকী ভাষায় রূপান্তর করা কঠিন। তবুও গবেষণায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে মণিপুরী নৃত্যের চলন ও তালগত কাঠামো সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লাবান নোটেশন একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় মাধ্যম। এটি নৃত্যের ক্ষণস্থায়ী রূপকে স্থায়ী নথিতে পরিণত করে, যা ভবিষ্যৎ গবেষণা, নৃত্যশিক্ষা এবং প্রজন্মান্তরে নৃত্যরীতির সঠিক সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (Singh, 1997)।

নৃত্য সংরক্ষণে লাবান নোটেশন

নৃত্য সংরক্ষণে লাবান নোটেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, বিশেষত মণিপুরী নৃত্যের মতো সূক্ষ্ম, প্রবাহমান এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ নৃত্যরীতির ক্ষেত্রে। নৃত্য একটি ক্ষণস্থায়ী শিল্পরূপ; পরিবেশনার মুহূর্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার শারীরিক প্রকাশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঐতিহ্যগতভাবে মণিপুরী নৃত্য গুরু–শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে মৌখিক ও প্রত্যক্ষ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। যদিও এই পদ্ধতি নৃত্যের ভাব ও দর্শন রক্ষায় কার্যকর, তথাপি চলন, তাল ও স্থানিক কাঠামোর নির্ভুল ও দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে লাবান নোটেশন নৃত্য সংরক্ষণের একটি বৈজ্ঞানিক ও স্থায়ী মাধ্যম হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে (Bandopadhay, 2018)।

লাবান নোটেশন নৃত্যের দেহচালনাকে প্রতীকী ভাষায় লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার সুযোগ প্রদান করে। এর মাধ্যমে নৃত্যের দিকনির্দেশ, গতিপথ, উচ্চতা, সময়কাল ও প্রবাহ সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা যায়। ফলে মণিপুরী নৃত্যের গোলাকার চলন, ধীর গতি এবং সূক্ষ্ম তালগত বিন্যাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য নথি হিসেবে সংরক্ষিত হতে পারে। ভিডিও রেকর্ডিং যেখানে কেবল দৃশ্যমান দিক তুলে ধরে, সেখানে লাবান নোটেশন চলনের অন্তর্নিহিত কাঠামো ও যুক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, যা নৃত্যের পুনর্গঠন ও বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সহায়ক (PV, n.d.)। নৃত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লাবান নোটেশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা। একটি মান্যতাপ্রাপ্ত নৃত্যলিপি পদ্ধতি হিসেবে এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও নৃত্যধারার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। মণিপুরী নৃত্যকে যদি লাবান নোটেশনের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা যায়, তবে তা আন্তর্জাতিক গবেষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে আরও সহজে বোধগম্য হবে। এর ফলে মণিপুরী নৃত্যের বৈশ্বিক প্রচার ও সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রক্রিয়া আরও সুদৃঢ় হতে পারে (Khoni, 2020)।

লাবান নোটেশন নৃত্য সংরক্ষণে প্রামাণ্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতেও সহায়তা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক শিক্ষায় কিছু পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটতে পারে, যা মূল নৃত্যরূপ থেকে বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। লিখিত নোটেশন একটি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে, যা নৃত্যের মূল কাঠামো যাচাই ও পুনরুদ্ধারে সহায়ক। বিশেষ করে মণিপুরী নৃত্যের সূক্ষ্ম পদচালনা, দেহের কেন্দ্রের স্থিতি এবং হাতের প্রবাহমান চলনের মতো উপাদানগুলো সংরক্ষণে লাবান নোটেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে নৃত্য সংরক্ষণে লাবান নোটেশনের ব্যবহারকে গুরু–শিষ্য পরম্পরার বিকল্প হিসেবে নয়, বরং তার পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা অধিক যুক্তিসংগত। মণিপুরী নৃত্যের আধ্যাত্মিকতা, আবেগ ও ভক্তিমূলক ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রতীকী ভাষায় ধারণ করা সম্ভব নয়। তবুও চলন ও কাঠামোগত দিক সংরক্ষণের মাধ্যমে লাবান নোটেশন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যরীতিকে টেকসইভাবে সংরক্ষণের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। এইভাবে লাবান নোটেশন মণিপুরী নৃত্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
June 2024
ISSN 2229-3388

প্রজন্মের কাছে তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (Nimjee, 2019)।

ত্যশিক্ষা ও গবেষণায় প্রভাব

নৃত্যশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে লাবান নোটেশনের প্রভাব বহুমাত্রিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। নৃত্যশিক্ষায় এই নোটেশন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য চলন বোঝার একটি কার্যকর সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করতে পারে। সাধারণত নৃত্যের চলন মৌখিক নির্দেশনা ও অনুকরণের মাধ্যমে শেখানো হয়, যেখানে অনেক সময় সূক্ষ্ম দেহভঙ্গি ও তালগত পরিবর্তন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে ওঠে। লাবান নোটেশনের মাধ্যমে চলনগুলো লিখিত ও কাঠামোগত আকারে উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা দেহের দিক, গতি ও সময়গত বিন্যাস সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে, যা তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করে। শিক্ষকদের জন্য লাবান নোটেশন নৃত্যের চলন বিশ্লেষণ ও ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নোটেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেহচালনার কাঠামোগত ত্রুটি শনাক্ত করা সহজ হয় এবং সংশোধনের একটি নির্দিষ্ট দিকনির্দেশ প্রদান করা সম্ভব হয়। ফলে শিক্ষণ প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও পদ্ধতিগত হয়ে ওঠে। গবেষণাক্ষেত্রে লাবান নোটেশন মণিপুরী নৃত্যের তুলনামূলক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন নৃত্যধারার চলন ও তালগত কাঠামো একই নোটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হয়। এর মাধ্যমে মণিপুরী নৃত্যের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অবস্থান ও গুরুত্ব আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় (Tandon, n.d.)।

উপসংহার

এই গুণগত গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মণিপুরী নৃত্যের চলন ও তালবদ্ধতা বিশ্লেষণ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লাবান নোটেশন একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় পদ্ধতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মণিপুরী নৃত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেমন কোমল ও প্রবাহমান দেহচালনা, গোলাকার গতিপথ এবং সূক্ষ্ম তালগত বিন্যাস, লাবান নোটেশনের কাঠামোগত ভাষার মাধ্যমে যথাযথভাবে নথিভুক্ত ও বিশ্লেষণযোগ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে এই নৃত্যরীতির ক্ষণস্থায়ী ও মৌখিকভাবে সংরক্ষিত চলনসমূহ একটি স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে, যা নৃত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও লাবান নোটেশন নৃত্যের অন্তর্নিহিত আবেগ, ভক্তিমূলক ভাব এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, তথাপি চলন, গতি ও ছন্দগত কাঠামো সংরক্ষণে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই নোটেশন পদ্ধতি নৃত্যের শারীরিক ভাষাকে বিশ্লেষণযোগ্য করে তোলে এবং নৃত্যশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। ভবিষ্যতে মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষাব্যবস্থায় লাবান নোটেশনের সমন্বয় শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও পদ্ধতিগত ও কার্যকর করে তুলতে পারে। পাশাপাশি গবেষণাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ মণিপুরী নৃত্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

স্বীকৃতি

লেখকবৃন্দ মণিপুরী নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা ও দিকনির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, যাঁদের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এই গবেষণাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি যেসব গবেষক ও প্রকাশিত একাডেমিক উৎস এই অধ্যয়নের তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। এই গবেষণার সফল সম্পাদনে তাঁদের অবদান অপরিহার্য ছিল।

তথ্যসূত্র

1. Bandopadhay, S. (2018). Pedagogy of Manipuri dance. Dance Matters Too: Markets, Memories, Identities, 8. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3nRUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT223&dq=importance+of+laban+notation+in+manipuri+dance&ots=ByWfs23Ko0&sig=e0W4ctSyp7FKOa9lo6nxNtgLL7A
2. Chaki-Sircar, M., & Sircar, P. K. (2019). Indian Dance: Classical unity and regional variation. In India: Cultural Patterns and Processes (pp. 147–164). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429048678-8/indian-dance-classical-unity-regional-variation-manjusri-chaki-sircar-parbati-sircar
3. Devi, E. I. (n.d.). A Glimpse of the Development of Meitei Jagoi (Manipuri Dance). Retrieved December 18, 2025, from https://www.researchgate.net/profile/Huidrom-Singh-5/publication/376615409_Performing_Arts_A_New_Dimension/links/65816f152468df72d3bc2473/Performing-Arts-A-New-Dimension.pdf
4. Disanayaka, T. (2024). An Analytical Study of Basic Postures in Manipuri Dance: Tradition, Technique, and Practice. http://www.svias.esn.ac.lk/wp-content/uploads/2024/12/An-Analytical-Study-of-Basic-Postures.pdf
5. Joshi, M., & Chakrabarty, S. (2021). An extensive review of computational dance automation techniques and applications. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 477(2251), 20210071. https://doi.org/10.1098/rspa.2021.0071
6. Khoni, K. (2020). Manipuri Diaspora and Rabindranath Tagore: Their Contribution and Nationalization of Manipuri Dance. In The Cultural Heritage of Manipur (pp. 109–118). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003132745-12/manipuri-diaspora-rabindranath-tagore-contribution-nationalization-manipuri-dance-khangembam-khoni
7. Mallick, T., Das, P. P., & Majumdar, A. K. (2021). Bharatanatyam Dance Transcription Using Multimedia Ontology and Machine Learning. In J. Mukhopadhyay, I. Sreedevi, B. Chanda, S. Chaudhury, & V. P. Namboodiri (Eds.), Digital Techniques for Heritage Presentation and Preservation (pp. 179–222). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57907-4_10

8. Mukherjee, S. (2019). Dance and Nationalism in India: Evolution of the modern, 1926-1985. http://20.198.91.3:8080/jspui/bitstream/123456789/1950/1/M.Phil%20%28History%29%20Shalini%20Mukherjee.pdf
9. Nimjee, A. M. (2019). Moving Bodies: The Politics of Mobility in Indian Contemporary Dance [PhD Thesis, The University of Chicago]. https://search.proquest.com/openview/491b9027f1b4826a90bb467697430aa9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
10. Pai, R. (2020). Bridging The Gap: Exploring Indian Classical Dances as a source of Dance/Movement Therapy, A Literature Review. https://digitalcommons.lesley.edu/expressive_theses/234/
11. PV, B. D. (n.d.). Physical & Mental Health for Indian Classical Dance. Retrieved December 18, 2025, from https://www.researchgate.net/profile/Pvbalaji-Deekshitulu/publication/383530805_Physical_Mental_Health_for_Indian_Classical_Dance/links/66d15a172390e50b2c1faa07/Physical-Mental-Health-for-Indian-Classical-Dance.pdf
12. Sana, R. S. (2020). A Historical Study of Manipuri Vaishnavite form of Dance: Nat Sankirtan. https://www.academia.edu/download/117775749/JETIR2011266.pdf
13. Singh, E. N. (1997). Manipuri Dances. New Delhi. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=t8xjEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA29&dq=history+of+manipuri+dance&ots=btD_gytxI9&sig=WkyiNfKP3vPyFqeIpt9lx25SKEE
14. Tandon, R. (n.d.). Practice-Research in Odissi Dance: The 3 Bindu Approach to Embodying Sacred Geometry. Retrieved December 18, 2025, from https://worlduniversityofdesign.ac.in/JAARD/wp-content/uploads/2024/03/Practice-Research-in-Odissi-Dance_-The-3-Bindu-Approach-to-Embodying-Sacred-Geometry.pdf